দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬ ...

NOV. 27 2002

শিক্ষক বা ছাত্র কাউকেই দলীয় রাজনীতিতে দেখতে চাই না

—ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউনেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, আমরা প্রকৃত শিক্ষক চাই। শিক্ষক বা ছাত্র কাউকে দলীয় রাজনীতিতে দেখতে চাই না। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে রোটারী ক্লাব অব ঢাকা ফোর্ট-কে রোটারী ক্লাবের আন্তর্জাতিক সনদ হস্তান্তর ও নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক বা ছাত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথাগুলো বলেন। রোটারিয়ান মনজুর হাসান মন্টুর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রোটারিয়ান কেএম জয়নাল আবেদীন পিএইচএফ ও রোটারিয়ান আবদুল আহাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সনদ হস্তান্তর ও অভিষেক উদাযপন কমিটির চেয়ারম্যান রোটারিয়ান কেএম মতিন, বিজিএমইএর সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান এম ফসিউর রহমান, অভিষেক উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এটিএম খায়রুজ্জামান ও রোটারিয়ান এবিএম জিয়াউদ্দিন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রোটারিয়ান আবদুর রহিম খান।

মইনুল হোসেন বলেন, আজ এমন এক দুঃসময় আমরা অতিক্রম করছি যখন জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে চলছে নেতৃত্বের তীব্র সংকট। উপরন্তু, জনজীবনেও আজ অসহিষ্ণুতার চরমে পৌঁছেছে আর হিংসা-হানাহানি ও ভয়াবহ দুর্নীতি সমাজজীবনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। এরকম দুর্বহ একটা পরিস্থিতিতে আমাদের সবার উচিত নিজেকে এই প্রশ্ন করা—অসহায় ও বিপন্ন মানুষদের তথা দুর্ভাগা এই দেশের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেতভাবে আমাদের কারও কোন কিছু করণীয় আছে কিনা? তিনি বলেন, একটি স্বাধীন দেশে সকলের উপলব্ধি করা দরকার যে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা প্রকট হয়ে উঠলে সার্বিকভাবে সকল ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যবসায়িক প্রয়াস-প্রচেষ্টা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। এই চরম অব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাফল্য লাভ বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার লাভ করলেও সমাজ ও দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ব্যারিস্টার মইনুল বলেন, সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা কোন না কোনভাবে সাফল্যের মুখ দেখেছেন তারাও জনস্বার্থ বিষয়ে বিদ্যমান অব্যবস্থার কারণে অসুখী বোধ করবেন এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবেন সে কথা বলাই বাহুল্য কিন্তু তাই বলে আমরা হতাশাকে কিছুতেই আমাদের জাতীয় জীবনে পরাজয়ের মানসিকতারূপে প্রতিষ্ঠা পেতে দিতে পারি না। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা দেশে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি রয়েছে। আমরা সামাজিক গতিশীলতা-সঞ্চার ও সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করার মত যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী করতে পারলে আরও দ্রুতগতিতে আমাদের অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, দেশের মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপাংক্তেয় করে রাখা হচ্ছে।

জাতি গঠনে তাদের কোন ভূমিকাই রাখতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আজ অযোগ্য লোকে ছেয়ে গেছে, আর দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য এই বিষয়টিও কিন্তু কম দায়ী নয়। দেশের রাজনীতিও আজ লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছে, ফলে দেশে দক্ষ এবং যোগ্য লোক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি হচ্ছে উপেক্ষিত। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ২৭ জন পাস করেছে। দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আজ রাজনৈতিক গোলযোগ আর হানাহানির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মইনুল হোসেন বলেন, মাস্তানি আর সত্যিকারের রাজনীতি এক জিনিস নয়। রাজনীতি হচ্ছে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়। ছাত্ররা যখন কোন দলের লেজুড় বা মাস্তানে পরিণত হয় তখন তাদের আর যে নামেই ডাকা যাক না কেন, ছাত্র নামে ডাকা যাবে না নিশ্চয়ই। তিনি বলেন জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রকে মাস্তান বা বিভিন্ন দলের পদলেহী ছাত্র নামধারী কিছু লোকের মাধ্যমে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও ঐ একটি কথা প্রযোজ্য। আমরা প্রকৃত শিক্ষক চাই, দলবাজ শিক্ষক নয়। রাজনীতিকদের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এসব ব্যাপারে সজাগ করে তুলতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ছাত্র ও